দৈনিক খবর

15 NOV 1993

পৃঃ ৫ কলাম ৭

98

120

প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতির অভাব

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পরেও দেশের অনেক স্থানে স্কুল গমনোপয়োগী বিপুলসংখ্যক শিশু স্কুলে যায় না– এরকম সংবাদ প্রায়ই পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। সদ্য প্রকাশিত এ সংক্রান্ত এক খবরে জানা যায়, দেশের উত্তরাঞ্চলে স্কুলে যায় না এমন বালক–বালিকার সংখ্যা ৯ লাখ। সরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে আলোচ্য খবরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ১শ' ২৪টি থানা এলাকায় প্রাথমিক স্কুলে যাবার যোগ্য ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী বালক–বালিকা আছে ৪২ লাখ ৩০ হাজার ৯শ' ৪ জন। তন্মধ্যে এ অঞ্চলের ১ হাজার ১১টি ইউনিয়ন এবং ১৬টি জেলা সদরের ১২ হাজার ১শ' ৩৪টি সরকারী–বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে বালক–বালিকা ভর্তি হয়েছে ৩৩ লাখ ৩৭ হাজার ৩শ' ৪৭ জন। অর্থাৎ স্কুল গমনোপযোগী মোট ছেলে–মেয়ে থেকে ৮ লাখ ৯৩ হাজার ৫শ' ৫৭ জন কমসংখ্যক ছেলে–মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

শুধু দেশের উত্তরাঞ্চলে নয়, দেশের সকল এলাকাতেই স্কুল গমনোপযোগী বিপুলসংখ্যক ছেলে–মেয়ে একইভাবে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে– একথা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কেননা, এরকম খবর প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। শিক্ষা ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়– এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার আইনগত সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯২ সাল থেকে সরকার সীমিত পর্যায়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প শুরু করেন। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী থেকে দেশব্যাপী এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে হাত দেয়া হয়। মনে রাখা দরকার, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের সিদ্ধান্ত মাত্র নয়। এটা একটা আইন। ২ হাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেজন্যে আইন করে দেয়া হয়েছে যে, ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের প্রতিটি শিশুকেই স্কুলে পাঠাতে হবে। শুধু তাই নয়, স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের স্কুলে ভর্তি না করানোর ব্যাপারটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরেও দেখা যাচ্ছে, বহু অভিভাবক তাদের ছেলে–মেয়েদের স্কুলে পড়ার বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্কুলে ভর্তি করছেন না। আবার এমনও দেখা যায়, স্কুলে ভর্তি হবার পর বহু ছেলে–মেয়ে এক সময় স্কুল পরিত্যাগ করছে অথবা নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যাবে। এতে করে ২ হাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' এই লক্ষ্য অর্জন করাও দুরূহ হয়ে পড়বে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা অবশ্যই আছে। যেমন গ্রামের অনেকেই সরকারের এই কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুই জানে না। এটা যে একটা আইন এবং সে আইন না মানলে শাস্তি হতে পারে এ সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ সাধারণ অজ্ঞতা এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া পারিবারিক অসচ্ছলতাও এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষা এবং বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের সুযোগ থাকলেও শিক্ষা লাভের জন্যে এই সুযোগই যথেষ্ট নয়। ছেলে–মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে হলে পোশাক, খাতা, কলম, পেন্সিল এগুলো চাই। এই বাড়তি খরচপাতি চালানোর মত সঙ্গতিও অনেক অভিভাবকের নেই। তাছাড়া এমন অনেক দরিদ্র অভিভাবক আছেন যারা ছেলে–মেয়েদের দিয়ে আয়–উপার্জনের পথ খুঁজে বেড়ান। এমন অনেক অভিভাবক আছেন যারা ছেলে–মেয়েদের আয়–উপার্জনের ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ছেলে–মেয়েরা কাজ না করলে তাদের অন্নের সংস্থান হয় না। এই শ্রেণীর অভিভাবকরা তাই অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ছেলে–মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে নিরুৎসাহবোধ করেন। আবার স্কুল গমনোপযোগী এমন শিশুর সংখ্যাও কম নয় যারা অভিভাবকহীন। এসব নানা কারণে আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্তরায়ের সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে সরকারও নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। আর তা আছেন বলেই সম্প্রতি সরকার 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচীর আওতায় একজন শিশু স্কুলে যায় এমন দরিদ্র পরিবারকে প্রতি মাসে ১৫ কেজি করে খাদ্যশস্য দেয়ার কথা। আর একাধিক শিশু স্কুলে যায় এমন দরিদ্র পরিবারকে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি খাদ্যশস্য দেয়ার কথা রয়েছে। আর্থিক কারণে যে সমস্ত ছেলে–মেয়ে স্কুলে যেতে অসমর্থ তাদের জন্যে এ ব্যবস্থা খুবই সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই কর্মসূচী কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনও করেছেন বলে আমরা শুনেছি। আমাদের বিশ্বাস, 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী' যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে স্কুল গমনোপযোগী যে সমস্ত শিশু আর্থিক কারণে স্কুলে যেতে নিরুৎসাহবোধ করতো তাদের সেই নিরুৎসাহ ভাবটা কেটে যাবে। অভিভাবকরাও সে ক্ষেত্রে ছেলে–মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে উৎসাহী হবেন।

মোট কথা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল করে তুলতে হলে দেশের সর্বসাধারণকে প্রথমে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের জানাতে এবং বোঝাতে হবে এটা একটি আইন, যা সকলের মেনে চলার ওপর নির্ভর করছে দেশের অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি। একই সাথে আর্থিক অসচ্ছলতার ব্যাপারটিকেও বিবেচনায় এনে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় সে ব্যাপারেও সরকারকে বিশেষভাবে তৎপর হতে হবে। স্কুল গমনোপযোগী একটি শিশুও যাতে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্কুল এবং শিক্ষকের অভাব দূর করতে হবে। ছেলে–মেয়েরা স্কুলে নিয়মিত যাচ্ছে কিনা অথবা সরকার প্রদত্ত সাহায্য তারা ঠিকমত পাচ্ছে কিনা তার উপযুক্ত তদারকীও দরকার।